# চণ্ডিদাস রজকিনীর

## প্রেম কাহিনী


বাউল কবি মোঃ মখাইদ মিয়া
গ্রাম,— উত্তর জঙ্গাব্যদ পোঃ লালামুখ
থানা হাইলাকান্দি জিলা কাছাড় (আসাম)


মূল্য ·২৫ পয়সা

( কবিতা আরম্ভ )

প্রভূ নিরজন (২) করি স্বরন কবি কারে বলে, অমরা প্রেমের কাহিনী শুনেন ভাই সকলে। তাহার আদি অন্ত (২) সব বিতান্ত শুনেন বিবরন, রজকিনী ধূপার মেয়ে চণ্ডি দাশ ব্রাহ্মন। তারা এক প্রেমেতে (২) কি ভাবেতে মজল দুই জনা, একে একে সকল কথা করে যাই বর্ণনা। এক দিন চণ্ডি দাসে (২) মন উল্লাসে বেড়াইতে যায়, এমন সময় চাইয়া দেখে নদির কিনারায়। দেখে নবিন বয়সি (২) এক রূপসি কাপড় ধয় বসিয়া, চণ্ডি দাসে দেখিযা তখন গেল পাগল হইয়া। ভাবে মনে মনে (২) কি সন্ধানে করব আলাপন, এই বলিয়া বাড়ীতে ফিরে আসিল আপন। অনেক চিন্তা করি (২) তাড়া তাড়ী কি কাজ করিল, বরর্শি একটা হাতে নিয়া নদির ঘাটে গেল। গেল নদির ঘাটে (২) প্রানি ফাটে প্রেমের বেদনায়, বরর্শি হাতে বাইতে লাগল মাছের ছলনায়

এই রূপ দিন যায় (২) হায়রে হায় পরে কি হইল, রজকিনী এক দিন এসে জিজ্ঞাসা করিল। এত বরশি বাও (২) মাছনি পাও বলি আপনারে, চণ্ডি দাসে শুনিয়া তখন উত্তর দেয় তাহারে। আজ অনেক দিনে (২) একধিয়ানে বরশি বাওয়ার পর, এইত আসি মারল মাত্র একটা যে টুকর। তাহার কথা শুনি (২) রজকিনী অন্তরে ভাবিল, মাছের পাগল নয়রে সে আমারী পাগল। হায়রে এমন সুজন (২) প্রেমের কারন বার বৎসর হইতে, ছলনা করে বরশি বায় আমার আশাতে। আমি কি প্রকারে (২) কেমন করে রহিব তারে ভূলি, এই ভাবিয়া রজকিনী ঘরে গেল চলি। তার পর রজকিনী [২] উদাসিনী চণ্ডিদাসে দায়, ঘনে ঘনে নদির ঘাটে আসে আর যায়। লাগল প্রেমের নেশা [২] ভাল বাসা অন্তরে জন্মিল, আরেক দিন চণ্ডিদাসকে নিমন্ত্রণ করিল। চণ্ডিদাস খুসি মনে [২] যায় তখনে রজকিনী ঘরে রজকিনী প্রাণ ভরে সেবা যত্ন করে। বসায় বিছানার পরে [২] জিজ্ঞাস করে প্রেমিক রজকিনী, কোন জাতি হও আপনে বল দেখি শুনি। শুনে চণ্ডিদাসে [২] বলে হেসে জাতে হই ব্রাহ্মন, রজকিনী কয় আর হল না প্রেমেরী মিলন। আমি ছোট জাতি [২] প্রেম পিরিতি করব কুন কৌশলে, চণ্ডিদাসে শুনিয়া বলে ধরিয়া তাহার গলে। বলে জাতের বিচার [২] নাহি আমার করিলাম পন, তুমায় ছাড়ি আমার যেন হয় না মরণ। শুনে এই কথা [২] হয় মমতা রজকিনীর প্রাণে, ভালবাসা করল তখন প্রেম আলিঙ্গনে।

দুই জন এক প্রেমেতে (২) সেই দিনেতে বন্দি হয়ে যায়, সমাজী লোক এসব কথা জানতে তখন পায়। যত ব্রাহ্মন গন (২) সর্ব্ব জন একত্রে মিলিয়া চণ্ডি দাসকে সমাজের বাহির দিল যে করিয়া। বিধির কি যে লিলা (২) আজব খেলা বুজা হল দায়, ঐ সময়ে চণ্ডি দাশের পিতা মারা যায়। তখন চণ্ডি দাসে (২) গ্রামে এসে করজোড়ে বলে, পিতাকে মোর জালাইতে চল সকলে। বলে গ্রাম বাসি [২] তুমিদুশি রজকিনীর দায়, আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর সঙ্গ ছাড়িবায়। সবে এই বলিয়া [২] আসে চলিয়া ব্রাহ্মণ সকল, চণ্ডি দাসের পিতাকে নিয়া চিতা ভস্মকরল। তারপর শ্রাদ্ধের সময়

২] কি বিষয় হইল তখন, সমাজের লোক আসিল সব খাইতে নিমন্ত্রণ। তখন একজন লোকে [২] চণ্ডিদাসকে পরীক্ষা করিতে চণ্ডিদাসের ধারে গিয়া লাগিল বলিতে। বলে রজকিনী [২] আসলাম শুনি এখন গেছে মারা, শুনা মাত্র চণ্ডি দাস হইল বেহুশ ছারা। যত ব্রাহ্মন গন (২) দেখে তখন মিলিয়া সবই, চণ্ডি দাস গেছে মারা দেহে প্রান নাই। পড়িল হুল স্থুল (২) গণ্ড গুল সকলে মিলিয়া, চণ্ডি দাশ কে তাড়া তাড়ি শশানে যায় লইয়া। এদিগে রজকিনী (২) খবর শুনি পাগলিনির বেশে, প্রেম বিষাদে কাদি কাদি শশ্বান ঘাটে আসে। বলে লোক জনাকে (২) জিতা মানুষ কে পুড় কিসের লাগিয়া, এই বলিয়া আগুনেতে পড়ে ঝাপ দিয়া। দেখিয়া লোক জনায় (২) প্রানের মায়ায় পলায়ন করিল, শশ্বানের অগ্নি তখন আপনে নিবে গেল। নিবায় শশ্বান অগ্নি (২) রজকিনী সত্য প্রেমর গুনে, চণ্ডি দাশ হইল চেতন প্রেমের আর্কষনে। তার পর দুই জনে (২) বনে বনে করিয়া ভ্রমন অবশেষে বৃন্দাবনে করিল গমন। কবিতা হল ইতি

গান

প্রেমেক বিনে প্রেমকি জানেরে ও প্রেম জানবে কি আর অন্যে, প্রেমের মরা মারছে যারা তারাই কিছু জানেরে॥ (প্রেমেক) রজকিনী ধূপা নন্দিনী চণ্ডিদাস ব্রাহ্মন, জাতের বিচার করলনা আর প্রেমে দিয়ে মন। এক প্রেমেতে কি ভাবেতে মজল দুই জনা, আদি অন্ত সব বিতান্ত করে যাই বর্ণানারে॥ চণ্ডি দাসে এক দিন সে বেড়াইতে যায়, এমন সময় দেখতে পায় নদীর কিনারায়। রজকিনী একাকিনী কাপড় ধয় বসিয়া, রূপের কিরন দেখিয়া তখন গেল পাগল হইয়ারে॥ ভাবে মনে কি সন্ধানে করব আলাপন এই বলিয়া আসে চলিয়া বাড়ীতে আপন। চিন্তাকরি তাড়া তাড়ী কি কাজ করিল, বরশি একটা হাতে লইয়া নদীর ঘাটে গেলরে॥ ঘাটে বসিবায় বরশি মাছের ছলনায়, রজকিনী একাকিনী আসত সর্ব্বদায়। এই মত দিন গত বার বৎসর পরে, রজকিনী আরেক দিনেই ডাকিয়া জিজ্ঞাস করেরে॥ বরশি যে বাও মাছনি পাও বলি আপনারে, চণ্ডি দাশে শুনিয়া শেষে উত্তরদেয় তাহারে। অনেক দিনে ভাগ্য গুনে আশা কিছু হল, এইত এসে প্রেমের মাছে একটা টুকর দিলরে॥

ইহা শুনি রজকিনী ভাবল মনে মনে, মাছের পাগল নয়রে আসল পাগল আমার জন্যে। এমন সুজন প্রেমের কারণ বার বৎসর ধরি, এক ধিয়ানে আমার জন্যে বাইতে আছে বরশিরে॥ এই ভাবিয়া বাড়ীতে গিয়া হল পাগল প্রায়, ঘনে ঘনে রোজ দিনে ঘাটে আসে যায়। আরেক দিন নিমন্ত্রন চণ্ডি দাশকে করে, চণ্ডি দাশে তখন আসে রজকিনীর ঘরেরে॥ বিছানা পরে বাসায় তারে যত্ন করিয়া অতি রজকিনী কয় তখনি আপনে কোন জাতি। চণ্ডি দাশে বলে হেসে জাতে হই ব্রাহ্মণ, রজকিনী বলে শুনি হলনা মিলনরে॥ আপনে যখন জাতে ব্রাহ্মণ আমি ধূপার মেয়ে, আপনার সনে প্রেম কেমনে যাই এখন করিয়ে। চণ্ডি দাশ দিয়ে আশ্বাস বলিল তখন, জাতের বিচার নাহি আমার করিলাম পনরে॥ মরন আমার হয় না যে আর তুমাকে ছাড়িয়া, ইহা বলে ধরে গলে উটিল কাঁদিয়া। রজকিনী হয় তখনি আনন্দিত মন, ভাল বাসায় প্রেম পিপাসায় করল আলিঙ্গনরে॥ এই বিবরণ গ্রামের লোক জন জানতে তখন পাইয়া, সমাজ থেকে চণ্ডি দাশকে দিল বাহির করিয়া তাহার পরে যায় মরে চণ্ডি দাশের পিতা, ব্রাহ্মণ গন আসেনা তখন শুনিয়া সেই কথারে চণ্ডি দাশে গ্রামে এসে বলে কর জোড়ে ইহা দেখে গ্রামের লোকে দাহন গিয়া করে। তার পরে শ্রাদ্ধ করে চণ্ডি দাশ তখন, নিমন্ত্রণ পাইয়া আসে চলিয়া যত ব্রাহ্মন গনরে॥ এমন সময় এক জনে কয় চণ্ডি দাশের কাছে, রজকিনী কেমনে জানি এখন মারা গেছে। শুনিয়া তখন অচেতন হইল চণ্ডিদাস, দেহের মাঝে প্রাণ নাই যে নাহি শ্বাস প্রশ্বাসরে॥ এসব দেখে বলে লোকে গিয়াছে মরিয়া ইহা বলি সবে মিলি শশ্বানে যায় লইয়া। রজকিনী খবর শুনি হয়ে পাগল বেশী কেঁদে কেঁদে শাশ্বান ঘাটে বলে তখন আসিরে॥ জিতা মানুষ হইয়া বেহুশ পুড় কিসের জন্যে এই বলিয়া ঝাপ দিয়া পড়িল আগুনে। কাণ্ড দেখে সর্ব্ব লোকে প্রানেরী মায়ায় দৌড়ি দৌড়ি তাড়া তাড়ি পলাইয়া যায়রে॥ শশ্বান অগ্নি নিবে তখন সব প্রেমেরগুনে, চণ্ডি দাশ তখন, পাইল চেতন প্রেমের আর্কষনে। মসাইদ বলে যায়গো চলে বৃন্দাবনে তারা, জন্ম মরণ হয় নিবরণ হইয়াযে অমরারে॥ ইতি